প্রথম আলো

তারিখ : 23-DEC-2016
পৃষ্ঠা : ৮ কলাম : ১

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি

–ছাত্রলীগে শুদ্ধিকরণ দরকার

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসভিত্তিক রাজনৈতিক কোন্দল, যাতে কমবেশি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে জড়িত, সেটা দীর্ঘ মেয়াদে জিইয়ে রাখার একটা পরিণতি হলো শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সহিংসতা এবং বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হওয়া। ছাত্রলীগের যে দুটি পক্ষ হিংসাশ্রয়ী লড়াই করল, তারাই যে শুধু দলাদলিতে লিপ্ত, তা নয়। এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের লেখাপড়ার পরিবেশ বজায় রাখার পথে অন্যতম বড় বাধা অছাত্র এবং ছাত্র নামধারী ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব বহাল থাকা। ছাত্রলীগ বাদে এখানে অন্যরা নেই বললেই চলে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে ক্যাম্পাসে ছাত্র খুনের ঘটনাকালে অছাত্র নেতৃত্বের প্রাধান্যনির্ভর যে কমিটি ছিল, সেটিই পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তাতে অছাত্রদের প্রতাপ মিলিয়ে যায়নি। সুতরাং, সেখানে ছাত্রলীগকে অছাত্রমুক্ত করা একটি চ্যালেঞ্জ, আর তা এখনই নিতে হবে।

গতকাল সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেটা ইতিবাচক। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত কারও বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এর আগে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগের একাংশকে ভিসির প্রতি সমর্থন দিতে দেখা গেছে। এখন আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও শাস্তি দেওয়ায় তাদের যে কোনো দায়দায়িত্ব আছে, তার তেমন কোনো প্রমাণ তারা রাখছে না। সুতরাং, ধরে নেওয়া চলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি যথারীতি ঠুনকোই থাকছে এবং থাকবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাবোধ বাড়াতে কেবলই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া এবং ২৫ ডিসেম্বর থেকে আবাসিক হলগুলোকে অবৈধ ছাত্রমুক্ত করার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। একে কার্যকর করতে চাইলে আগে ছাত্রলীগকে অছাত্রমুক্ত করতে হবে।

ছাত্রলীগের যার বড় অংশ অছাত্র, তারা চার-পাঁচটি উপদলে বিভক্ত। আবার ছাত্রদের উপদলীয় কোন্দলগুলোর সঙ্গে শিক্ষকদের অন্তঃকোন্দলের নানামুখী প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতীতে ছাত্রদের সহিংস হানাহানির সঙ্গে শিক্ষকদের দলাদলির যোগসূত্র থাকার অভিযোগ আছে। আমরা আশা করব, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে ক্ষমতাসীন দলকে ছাত্রলীগের ভেতরেও শুদ্ধিকরণের পথে যেতে হবে।